স্মারকলিপি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ডাক গ্রহণ ও বিতরণ শাখা

তারিখঃ ৫ এপ্রিল ২০২৬ইং

বরাবর,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে সংঘটিত সিন্ডিকেট হোতাদের বিচার এবং সিন্ডিকেটমুক্ত শ্রমবাজার, কম খরচে কর্মী প্রেরণের নিমিত্তে সকল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য উন্মুক্তকরণ প্রসঙ্গে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
সশ্রদ্ধ নিবেদন এই যে, জনশক্তি রফতানি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সবচেয়ে বড় যোগান আসে এই খাত থেকে। সাবেক আওয়ামীলীগ সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও প্রভাবশালী নেতাদের যোগসাজসে মালয়েশিয়া শ্রম বাজারে চরম অরাজকতা, অনিয়ম, দুর্নীতির মাধ্যমে সিন্ডিকেট করে শত শত কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন। সিন্ডিকেটের অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে দেশের প্রথম সারির সব পত্রিকা ও টেলিভিশনে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে (কপি সংযুক্ত) এবং আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থা যথা ILO, IOM, United Nations, RAMMRU-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। মালয়েশিয়া শ্রমবাজারের অনিয়ম, দুর্নীতি ও টাকা পাচার নিয়ে দুদক ও ডিবি -তে মামলা চলমান।
৫ই আগস্ট এর পর থেকে পলাতক, মালয়েশিয়া শ্রমবাজার সিন্ডিকেটের মূলহোতা রুহুল আমিন স্বপন ও তার আওয়ামী সহযোগীরা ও বর্তমান প্রভাবশালী কিছু লোককে নিয়ে সরকার ও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা এবং সরকারকে চরম বিব্রত করার জন্য বিদেশে বসে পুনরায় মালয়েশিয়া শ্রম বাজারে সিন্ডিকেটের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলের তৈরী করা সিন্ডিকেট কোনভাবেই বর্তমান সরকারের আমলে পুনরায় প্রতিস্থাপন হতে পারে না। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার বক্তব্যে সুস্পষ্ঠভাবে উল্লেখ্য করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবেনা বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করার সমান সুযোগ পাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার এ ধরনের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে আমরা সাধুবাদ জানাই। এ ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রতিশ্রুত এক কোটি কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হলে কোন প্রকার সিন্ডিকেট ছাড়া দেশের সকল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সীকে সম্পৃক্ত করে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো অত্যন্ত জরুরী।**

- ২০১৬ সালে ১০টি এজেন্সী এবং ২০২২ সালে ২৫টি এজেন্সির মাধ্যমে সিন্ডিকেট তৈরি হয় যদিও পরবর্তীতে সেটি ১০০টি এজেন্সিতে রুপান্তর হয়। সর্বশেষ ২৫টি এজেন্সির মাধ্যমে মালয়েশিয়া শ্রমবাজার সিন্ডিকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যক্তিবর্গ:

লে. জেনারেল মাসুদ (সাবেক এমপি),
সালমান এফ রহমান (সাবেক উপদেষ্টা),
রুহুল আমিন স্বপন (বায়রার সাবেক মহাসচিব),
দাতোশ্রী আমিন নুর, (FWCMS এর মালিক),
লোটাস কামাল (সাবেক অর্থমন্ত্রী),
নিজাম উদ্দিন হাজারী (সাবেক এমপি),
বেনজীর আহমদ (সাবেক এমপি),
আলাউদ্দিন চৌধুরী নাসিম (সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পি.এস),
মহিউদ্দিন মহি (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ),
কাজী মফিজুর রহমান (সাবেক বায়রা ইসি সদস্য),
মনসুর আহমেদ কালাম, (আওয়ামী লীগ নেতা),
শফিকুল আলম ফিরোজসহ অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।

- সিন্ডিকেট গঠনের প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মালয়েশিয়ান নাগরিক দাতোশ্রী আমিনের মালয়েশিয়ান FWCMS অনলাইন রিক্রুটমেন্ট পদ্ধতি । এই পদ্ধতির মাধ্যমে মালয়েশিয়া সরকারের সাথে শুধু মাত্র বিদেশ থেকে কর্মী আনয়নের অনলাইন সাপোর্ট এর জন্য চুক্তি হয়, কিন্তু সুচতুর আমিন নূর দুই দেশের সরকারের অসাধু লোকদের ও তার পার্টনার বায়রার সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন স্বপনকে

চলমান পাতা - ২

নিয়ে উক্ত পদ্ধতির অপব্যবহার করে কর্মী পাঠানোর সকল প্রক্রিয়া কন্ট্রোল করে এবং জনশক্তি রপ্তানি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। উক্ত FWCMS পদ্ধতির মাধ্যমে মালয়েশিয়া আরো ১৪ টি দেশ থেকে কর্মী নিলেও বাংলাদেশ ছাড়া কোনো দেশে কোন প্রকার লাইসেন্স এর লিমিটেশন নেই এবং কোনো প্রকার সিন্ডিকেটও করতে পারেনি। তারা বাংলাদেশ সরকারকে বলে; মালয়েশিয়া সিন্ডিকেট চায়; অন্যদিকে মালয়েশিয়া সরকারকে বলে; বাংলাদেশ সরকার সিন্ডিকেট চায়। এভাবেই তারা বারবার সিন্ডিকেট তৈরী করে। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সুপরিকল্পিতভাবে দু-দেশের মধ্যে স্বাক্ষর হওয়া সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি মালয়েশিয়া সরকারকে সিলেকশন করার দায়িত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে সিন্ডিকেটের বীজ বপন করা হয়।

- সিন্ডিকেটে লাইসেন্স অর্ন্তভুক্তকরণ প্রক্রিয়াঃ

রুহুল আমিন স্বপন ও দাতোশ্রী আমিন তাদের অনুগত ও পছন্দ মতো রিক্রুটিং এজেন্সিকে ৫-৮ কোটি টাকার বিনিময়ে সিন্ডিকেটে অন্তর্ভুক্তি করেছিল। বর্তমানেও তারা বিনা পয়সায় কর্মী নিয়োগের কথা বলে সিন্ডিকেটে লাইসেন্স সম্পৃক্ত করার জন্য ১৫ কোটি টাকা দাবী করছে।

- মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট চক্রের কারণে অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিভিন্ন প্রকার সমস্যাঃ

১. বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত প্রত্যেক কর্মী থেকে টিকেট ভিসাসহ সকল খরচ বাদে অতিরিক্ত ১,৫২,০০০/- টাকা বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় করেছিল সিন্ডিকেট চক্র ফলে প্রত্যেক কর্মীকে ৪-৫ লক্ষ টাকা দিয়ে মালয়েশিয়া যেতে হয়েছিল। দুই দফায় মালয়েশিয়া প্রেরিত প্রায় ৮ লক্ষ কর্মী থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা চাঁদা আদায় করেছিল তারা।

২. উক্ত টাকার মধ্যে কর্মী প্রতি ১,০৭,০০০/- টাকা প্রেরণ করতো মালয়েশিয়ার অনলাইন পদ্ধতি FWCMS এর মালিক দাতুশ্রী আমিনকে।

৩. দুই দফায় প্রায় ২৫ লক্ষ যাত্রীর মেডিকেল স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছিল, প্রত্যেক কর্মী বাবদ ৩,০০০/- টাকা করে মোট ৭৫০ কোটি টাকা মেডিক্যাল চেকআপ বাবদ চাঁদা দিতে হয়েছিলো।

৪. সিন্ডিকেটের প্রত্যেকটি লাইসেন্সকে কমপক্ষে ৫-৮ কোটি টাকার বিনিময়ে অর্ন্তভুক্ত করতো।

৫. মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির হাতে জিম্মি ছিল ফলে অভিবাসন ব্যয় বৃদ্ধি ও দুই দেশের সুনাম নষ্ট হয়েছে।

৬. প্রায় ২৫০০ সরকার অনুমোদিত এজেন্সির মধ্যে পূর্বে ২০১৬ সালে ১০টি ও ২০২২ সালে প্রথমে ২৫টি এবং পরবর্তীতে ১০০টি এজেন্সি দ্বারা সিন্ডিকেট হওয়ায় অবশিষ্ট সকল এজেন্সী বৈষম্যের স্বীকার হয়েছে।

৭. অনিয়ম, দুর্নীতি ও টাকা পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শ্রম বাজার বার বার বন্ধ হয়েছে।

৮. যে সকল নিয়োগকর্তা বিনা খরচে কর্মী নিতে চায় তারা সিন্ডিকেট ফীর কারণে হাজার হাজার বাংলাদেশী কর্মী নিতে পারেনি।

৯. নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্সি দ্বারা সিন্ডিকেট হওয়ায় সীমাবদ্ধতার কারণে কম সময়ে অথবা যথাসময়ে বেশি কর্মী যেতে পারেনি; ফলে সর্বশেষ চূড়ান্ত ভাবে বর্হিগমন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া ১৭,০০০ কর্মীসহ মোট ৫০,০০০ কর্মী মালয়েশিয়া যেতে পারেনি।

১০. সিন্ডিকেটের অনিয়মের কারণে অসংখ্য কর্মী মালয়েশিয়া যাওয়ার পর চাকুরী, বেতন ও বাসস্থান না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করেছে।

- আবারো মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট হলে সরকারের কি সমস্যা হবে ঃ

১) বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী কাজ করেন এবং দেশে এদের আত্মীয়-স্বজন আছে প্রায় পাঁচ কোটি। মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে আবারো ফ্যাসিবাদী সরকারের মতো সিন্ডিকেট হলে এ সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, বিদেশগামী কর্মী, প্রবাসী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনসহ প্রায় ৬-৭ কোটি মানুষের মধ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যাপারে বিরুপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। দেশ ও বিদেশের গণমাধ্যমগুলো পূর্বের ন্যায় সিন্ডিকেটের অনিয়ম, দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশ করবে ফলে সরকার ও দেশের ভাবমূর্তি ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

- সিন্ডিকেট বিহীন উন্মুক্ত রিক্রুটমেন্ট পদ্ধতির সুবিধাঃ

১) সিন্ডিকেট নামক কোন গোষ্ঠীকে অতিরিক্ত চাঁদা দিতে না হওয়ায় কর্মীরা কম খরচে বিদেশ যেতে পারবে।

২) সকল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সী যার যার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে কর্মী পাঠাতে পারবে।

৩) বার বার শ্রম বাজার বন্ধ হবে না ও কম সময়ে বেশী লোক যেতে পারবে।

৪) দুই দেশের সুনাম নষ্ট হবে না এবং সরকারের সুনাম ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে।

৫) জনশক্তি রফতানিতে অরাজকতা, অনিয়ম, দূর্নীতি ও টাকা পাচার বন্ধ হবে।

৬) RBA (Responsible Businesses Alliance)-এর সদস্য কোম্পানিগুলোতে বিনা খরচে কর্মী প্রেরণ করা যাবে।

দশটি ক্রাইটেরিয়ার সমস্যাঃ

মালয়েশিয়া প্রদত্ত ১০টি শর্ত (যেমন ১০,০০০ স্কয়ার ফিট অফিস, ৩০০০ কর্মী পাঠানোর অভিজ্ঞতা) অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। এই শর্ত অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ফলে অনেক স্বচ্ছ এজেন্সি আবেদন করেনি, আর কিছু এজেন্সি ভুয়া তথ্য দিয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে-যা আবারও সিন্ডিকেট তৈরির ইঙ্গিত বহন করে।

- মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট না করে কম খরচে কর্মী পাঠানোর বিকল্প প্রস্তাব

১. MOU পরিবর্তনঃ

বর্তমান সমঝোতা স্মারক (MOU)-এ উল্লেখ রয়েছে যে, কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে "বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি মালয়েশিয়া সরকার নির্বাচন করবে"। এই ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন। প্রস্তাব হচ্ছে-মালয়েশিয়ায় শ্রমিক প্রেরণকারী অন্যান্য ১৪টি দেশের ন্যায়, মালয়েশিয়ান নিয়োগকর্তা অথবা বাংলাদেশ সরকার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রিক্রুটিং এজেন্সি নির্বাচন করবে। এর ফলে কোনো একক পক্ষের প্রভাব কমবে, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সিন্ডিকেট গঠনের সুযোগ কার্যকরভাবে বন্ধ হবে।

২. বিতর্কিত ব্যবসায়ী দাতো আমিনের অনলাইন পদ্ধতি বাদ দিয়ে বিকল্প স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য অনলাইন পদ্ধতিঃ

সিন্ডিকেটের মূল উৎস দাতোশ্রী আমিনের মালিকানাধীন বেস্টিনেট কোম্পানির অনলাইন পদ্ধতি (FWCMS)। ইতোমধ্যে দুই দফায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই কোম্পানিটি সম্পূর্ণভাবে বিতর্কিত। যদিও বর্তমানে তারা মালয়েশিয়া সরকারের জন্য নতুন রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় আরেকটি অনলাইন পদ্ধতি প্রদান করেছে, তবুও তাদের ওপর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। সুতরাং, সিন্ডিকেট এড়াতে স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য বিকল্প অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য মালয়েশিয়া সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো প্রয়োজন।

৩. অভিবাসন খরচ কমানো ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কর্মী নিয়োগঃ

মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের জন্য সরকারের নির্ধারিত যৌক্তিক খরচ নিশ্চিত করতে বুয়েট (BUET) এর তৈরি অ্যাপসের মাধ্যমে নিবন্ধন করে একটি কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যাংক গঠন করতে হবে। এই ডাটা ব্যাংক থেকেই কোনো ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী (মিডেলম্যান) ছাড়াই সরাসরি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো কর্মী নির্বাচন করবে। কর্মীরা সরকার নির্ধারিত ফি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে তিন কিস্তিতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে পরিশোধ করবে। এর ফলে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কোনো সুযোগ থাকবে না। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কর্মীরা প্রতারণা থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং সিন্ডিকেটের প্রভাবও কার্যকরভাবে নির্মূল হবে।

৪. মালয়েশিয়া সরকারের লিমিটেড লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রস্তাবনাঃ

মালয়েশিয়া সরকার যদি একান্তই লিমিটেড লাইসেন্সের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রাখতে চায়, সে ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারি সংস্থা BMET/BOESL-কে মেইন এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় একটি ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার গড়ে তূলে আগ্রহী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো তাদের নিজস্বভাবে সংগৃহীত ডিমান্ড BMET/BOESL-এর সহযোগিতায় নির্ধারিত সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে মালয়েশিয়ার প্রেরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর ফলে প্রক্রিয়াটি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও স্বচ্ছ হবে, খরচ নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সিন্ডিকেট গঠনের সুযোগ থাকবে না

এমতাবস্থায়, আমরা নিম্নোক্ত দাবিসমূহ আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি-

১. উল্লিখিত সিন্ডিকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা।
২. মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে সকল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
৩. কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য আধুনিক ও জবাবদিহিমূলক অনলাইন সিস্টেম চালু করা।
৪. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন বাধ্যতামূলক করে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
৫. কমখরচে কর্মী পাঠানোর নিশ্চিত করার জন্য মধ্যস্বত্বভোগী (মিডেলম্যান) সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা।
৬. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা (যেমন BOESL)-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

মালয়েশিয়া বন্ধ থাকা শ্রমবাজার ফ্যাসিস্ট সরকারের মতো কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য না হয়ে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক প্রেরণকারী অন্য ১৪ টি দেশের ন্যায় স্বচ্ছপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈধ সকল রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য উন্মুক্ত করার বিষয়ে মালয়েশিয়া সরকারের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপনার সরকারের আন্তরিকতা, মানবিক নেতৃত্বে ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, দেশের গরীব নিরীহ বিদেশগামী কর্মীদের স্বার্থে মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে একটি স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং সবার অংশগ্রহনমূলক প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক

বায়রার ভুক্তভোগী সদস্যবৃন্দ

১। রিয়াজ-উল-ইসলাম,
সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, বায়রা,
রিয়াজ ওভারসীজ (আর.এল-০৩০)
০১৭১১-৫২৭১০৭

২। এম. এ. সালাম
সাবেক যুগ্ম মহাসচিব, বায়রা
আল-সামিট (আর.এল-৪৭৪)
০১৭১১-৫৩৮৪৩৭

Quazi Sakhawat Hossain

৩। কাজী শাখাওয়াত হোসেন লিন্টু
এম.সি.ও ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (আর.এল-২৫৫)
০১৭১০-৯২২৯৪৭

৪। আলতাব খান
আফিয়া ওভারসীজ (আর.এল-১০১০)
০১৯১১-৪৪৮০৮৬

৫। মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম
সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব - ১, বায়রা
হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আর.এল-৪৫২)
০১৭১৩-০৪৩৭৮৪

৬। মফিজ উদ্দিন (সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব, বায়রা)
চলাচল ওভারসীজ (আর.এল-৭৩৩)
০১৭৭১-২৫৭৫৩৬

৭। আকবর হোসেন মঞ্জু
সাবেক যুগ্ম মহাসচিব - ২, বায়রা
আকবর এন্টারপ্রাইজ (আর. এল - ৩৫০)
০১৭১৩-০৩৩৩৭

৮। মাহবুবুল করীম সিদ্দীকি জাফর
জয়নব জাফরীন ইন্টারন্যাশনাল (আর.এল-১৬৪৮)

৯। হক জহিরুল জো
সাবেক EC সদস্য, বায়রা
আল-খালীজ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (আর.এল-৮২৯)

১০। এনামুল হক
সাবেক ইসি সদস্য, বায়রা
এনাম ইন্টারন্যাশনাল (আর.এল-৩১৭)

অনুলিপি (CC):

১. মাননীয় উপদেষ্টা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২. মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৩. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৪. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৫. মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)।

৬. প্রশাসক, বায়রা (BAIRA)।

চলমান পাতা

সিন্ডিকেটবিহীন মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার জন্য আবেদনকারী সদস্যরাঃ

SL No.	Name	RL No.	Mobile No	Sign
1	Reaz-ul-Islam	030	01977521107	
2	M.A. SALAM	474	01711538437	
3	Mohd. Enkhul Islam	452	01713043784	
4	MOHAMMAD ALI	1328	01914855150	
5	MOHAMMED AMDADULLAH	2387	01733455380	
6	MD. SIDDIQUR Rahman	1629	01819186396	
7	Shahid-Hossain.	1625	01712641597	
8	Md. Mahbubul Alam.	2091.	01713-59809	
9	Md. Amir Hossain TIPU	2162	01818666618	
10	Md. Abul Fazal Bachchu	2457	01711055190	
11	Md. Shah Jamal Khandaker	2190.	01844683475	
12	Hoque Zahirul Joe	829	01711-549490	
13	Ahmed Ullah	1408	01711-048079	
14	MD Bahauddin	0438	01821878699	
15	Jahangir Alam Roy	2231	01298814823	
16	MD. Abdul waheel	2553	01715314892	
17	[illegible]	947	—	
18	Saiful Islam	2203	01818361474	
19	Miron Hossain	407	01716418816	
20	MOHAMMED ABDULLAH	762	0193395-2755	

21	A.N.M. Lutfour Rahman	996	01611488219	[illegible]
22	A.F Mashuk Nobi	1667	01749772 60	[illegible]
23	MD. ZAFAR KHANDAKER	1398	01713006169	[illegible]
24	MD. ZAKIR HOSSAIN.	2528	01711148058	[illegible]
25	Shaik Farid Ahmed	2270 1002	01811909040	[illegible]
26	Md Rahman	1002	01881695416	[illegible]
27	Md. Mosharraf Hossain	1521	01881389814	[illegible]
28	Delwar Jasim.	1360	01711432323	[illegible]
29	Md. Shahadat Hossain.	2699	01714403489	[illegible]
30	Sahadut chowdhury	208	01979-677626	[illegible]
31	ABDUL QUADER	1379	01711130315	[illegible]
32	KHAN MAHBUB ALAM	1607	01712659681	[illegible]
33	Sahidur Rahman Chow	2152	01700695209	[illegible]
34	SUMON HOWLADER	2970	01918200623	[illegible]
35	REHANA PERWEEN	968	01911311019 01711830073	[illegible]
36	Md JASHIM UDDIN	1712	0186101010	[illegible]
37	MD. Abul Kalam Azad	2670	01819-229985	[illegible]
38	Nurul Alam	1976	01789993366	[illegible]
39	Enam ahmed chowdhury	854	01711567890	[illegible]
40	Mabud Khan.	1090	01974011773	[illegible]
41	Md. Nurul Amin.	282	01711524432	[illegible]
42	MD ANAMUL HOQUE	317	01711522515	[illegible]
43	Quazi Sakhawat Hossain	255	01711530862	[illegible]

44	RL-008			
45	MAHBUBUL KARIM JAFOR	1648		
46	~~AKBAR HOSSAIN MRIDHA~~	~~350~~		
47	Mostak Ahamed RL-1286	1286		
48	Md. Anwar Hossain	469		
49	RAIHAN R.M. Enterprise	1348		
50	NASIRUDDIN	1168		
51	Sahidul Islam. Polash	1870		
52	Jahangir alam	2138		
53	M/S ZAM ENT	2254		
54	Moha. Moorshad Alam	1431		
55	Diganto Human Resource Int	1712		
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ শ্রম বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

১৮ আগস্ট ২০২৪, ১৩:৪৯

লে. জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী

সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের স্ত্রী কাশমেরী কামাল, মেয়ে নাফিসা কামাল, ফেনী-২ থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারী, ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদউদ্দিন চৌধুরী এবং ঢাকা-২০ আসনের সংসদ সদস্য বেনজীর আহমেদসহ তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে মালয়েশিয়ার সিন্ডিকেটের অনিয়ম দুর্নীতির প্রতিবেদন

বাংলাদেশ

প্রথম আলো

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার: 'চক্রে' ঢুকে চার সংসদ সদস্যের ব্যবসা রমরমা

মহিউদ্দিন ঢাকা

আপডেট: ৩০ মে ২০২৪, ১৫: ০১

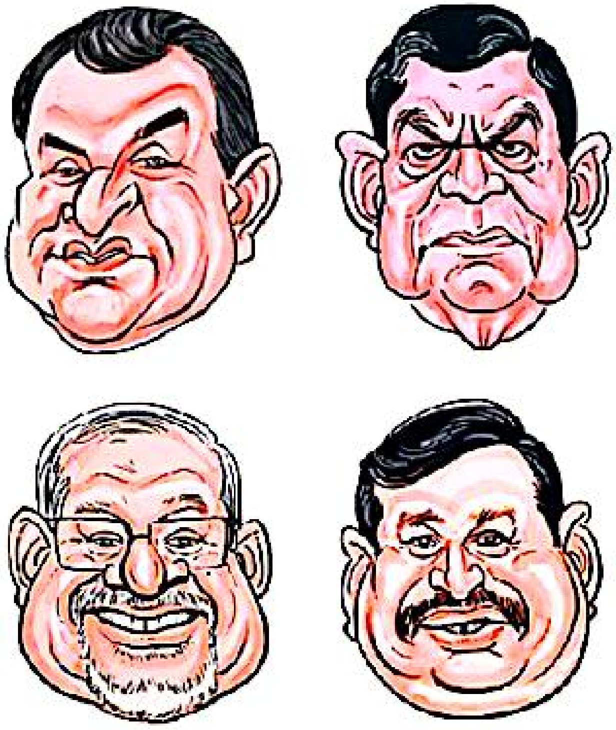

দেড় বছরে মালয়েশিয়া গেছেন সাড়ে ৪ লাখ বাংলাদেশি। তাঁদের কাছ থেকে বেশি নেওয়া হয়েছে **২০ হাজার কোটি টাকা।**

সূত্র : বিএমইটি

চার সংসদ সদস্যের নিজস্ব ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান

রিক্রুটিং এজেন্সি ও মালিক	কর্মীর ছাড়পত্র
মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ফাইভএম ইন্টারন্যাশনাল	৮,৫৯২
নিজাম উদ্দিন হাজারী স্নিগ্ধা ওভারসিজ	৭,৮৬৯
বেনজীর আহমেদ আহমেদ ইন্টারন্যাশনাল	৭,৮৪৯
আ হ ম মুস্তফা কামালের স্ত্রী অরবিটালস এন্টারপ্রাইজ	৭,১৫২
আ হ ম মুস্তফা কামালের মেয়ে অরবিটালস ইন্টারন্যাশনাল	২,৭০৯

মালয়েশিয়া যাওয়ার ব্যয় (জনপ্রতি)

সরকার নির্ধারিত	৭৮,৯৯০ টাকা
নেওয়া হয় (গড়)	৫,৪৪,০০০ টাকা

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে প্রথম আলো। আজ পড়ুন প্রথম পর্ব।

বিদেশে কর্মী পাঠাতে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নেন ফেনী থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারী। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম স্নিগ্ধা ওভারসিজ লিমিটেড।

ঢাকা, সোমবার ২১ অক্টোবর ২০২৪
৫ কার্তিক ১৪৩১, ১৭ রবিউস সানি ১৪৪৬

কালের কণ্ঠ

জাতীয়

অভিযোগ কালের কণ্ঠ

কর্মী পাঠানোর নামে ৪ এমপির ২০ হাজার কোটি টাকা লোপাট!

▶ মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে অতিরিক্ত ফি হিসেবে ওই অর্থ নেওয়া হয় ▶ কর্মীপ্রতি খরচ ৭৯ হাজার টাকা হলেও নেওয়া হয়েছে ৫ লাখ ৪৪ হাজার টাকা

হাসিব বিন শহিদ

১৮ আগস্ট, ২০২৪
০৯:৩৬

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালসহ চারজন সাবেক সংসদ সদস্যের (এমপি) নেতৃত্বাধীন সিন্ডিকেট মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছে। এই সিন্ডিকেটের নেতৃত্বে থাকা অন্য সদস্যরা হলেন সাবেক এমপি নিজাম উদ্দিন হাজারী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও বেনজীর আহমেদ। মাত্র দেড় বছরে তাঁদের মালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার লাখ শ্রমিক পাঠিয়ে ওই অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়।

সম্প্রতি চার সাবেক এমপির সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে হাজার কোটি টাকা লোপাটের এই অভিযোগ অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদকের উপপরিচালক নুরুল হুদার নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়েছে। শিগগিরই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য চেয়ে চিঠি দেওয়া হবে। একই সঙ্গে কারসাজিতে থাকা ওই সাবেক চার এমপির অবৈধ সম্পদের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে। দুদক সূত্র কালের কণ্ঠকে এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুদকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, সাবেক এমপিদের মালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর তথ্যসহ প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহে শিগগিরই বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দেওয়া হবে। অনুসন্ধান টিম অভিযোগসংশ্লিষ্ট অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তাঁদের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের বিষয়ে খোঁজ নেবে। নির্ধারিত সময়ে অনুসন্ধান শেষে টিম কমিশনে প্রতিবেদন দেবে।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা রোববার, ১৩ অক্টোবর ২০২৪ | ২৯ আশ্বিন ১৪৩১

প্রবাসী কর্মী ও রাষ্ট্রকে জিম্মি করে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করছে রুহুল আমিন স্বপন

অনলাইন ডেস্ক

10 Shares

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ০৭:০১ পিএম | আপডেট: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ০৭:০১ পিএম

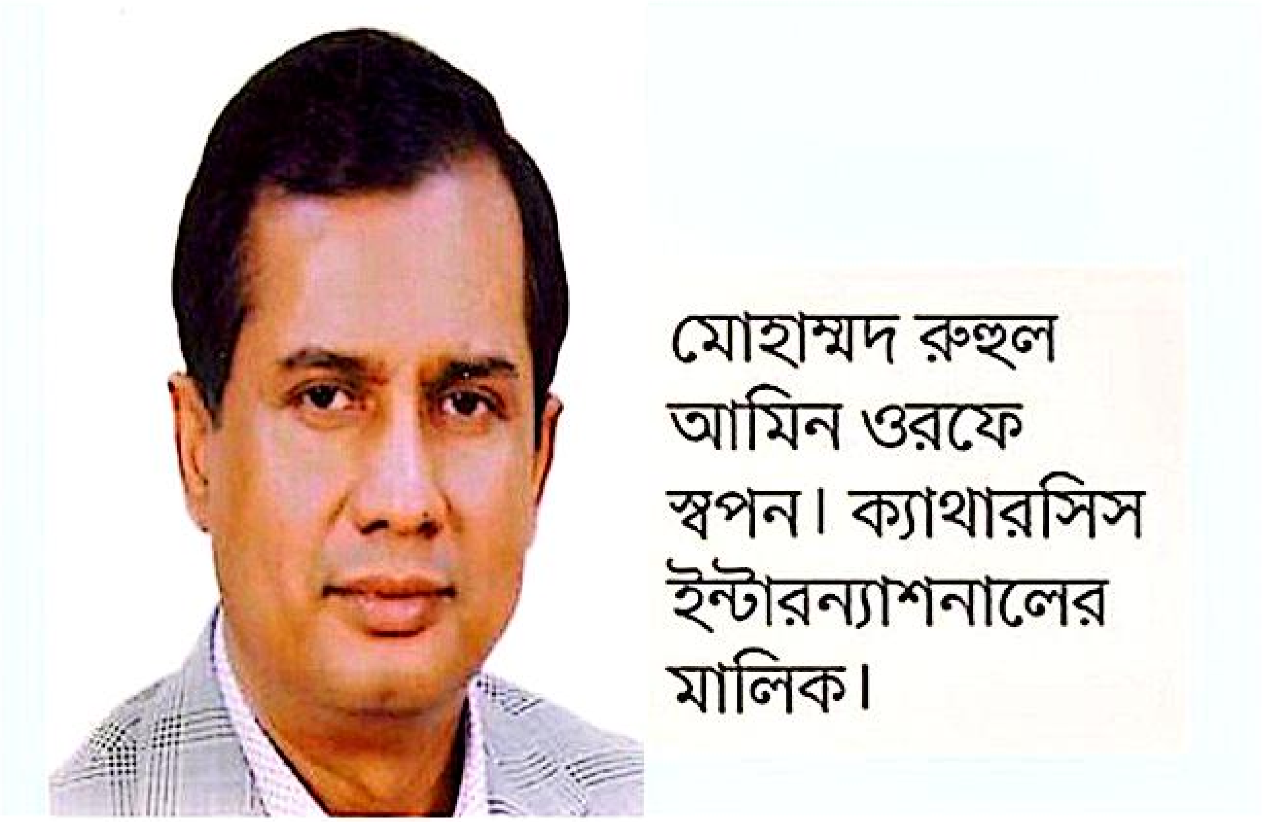

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর নামে বিপুল টাকা পাচার করেছেন মেসার্স ক্যাথারসীজ ইন্টারন্যাশনালের প্রোপাইটর ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সাবেক মহাসচিব মোহাম্মদ রুহুল আমিন

গৌরবের ১৯ বছর
স্মার্ট বাংলাদেশের পথযাত্রী
দেশের কল্যাণে প্রতিদিন
বুধবার
ভোরের পাতা
The Daily Vorer Pata
www.dailyvorerpata.com www.edailyvorerpata.com www.facebook.com/DailyVorerPata www.twitter.com/vorerpata
ঢাকা ২৬ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ● ১১ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ● ৭ মহররম ১৪৪৫ হিজরি ● রেজিঃ ডিএ নং-৪০৬, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১২০
৮ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

পৃষ্ঠা ৩

স্বপন-বেনজীর-হাজারীর রাহুগ্রাস

মালয়েশিয়াতে জনশক্তি রপ্তানিতে হাজার কোটি টাকার লুটপাট

■ উৎপল দাস

বন্ধ থাকার তিন বছর পর শ্রমবাজার খুলতে ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছিল। তারপর দেড় বছরের বেশি সময় পার হলেও মালয়েশিয়াতে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে ক্যাথারথিস ইন্টারন্যাশনালের' স্বত্বাধিকারী ও কথিত ৫৯ সিন্ডিকেটের হোতা রুহুল আমিন স্বপন, ঢাকা ২০ আসনের সংসদ সদস্য ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বেনজীর আহমদ এবং ফেনী ২ আসনের সংসদ সদস্য নিজাম হাজারীর অশুভ সিন্ডিকেটের কবলে পরেছে সম্ভাবনাময় এ খাতটি। প্রতিদিনই মালয়েশিয়াতে জনশক্তি রফতানিতে ১ হাজার থেকে ১২০০ কোটি টাকা লুটপাট করছে এই সিন্ডকেট। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ক্যাথারসিসের স্বপনের ইচ্ছেতেই মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিএনপি-জামায়াতপন্থী আদম ব্যবসায়ী স্বপনকে সব ধরনের সহযোগিতা করছেন আওয়ামী লীগের দুই সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদ এবং নিজাম উদ্দিন হাজারী। ফলে প্রতিদিন ২ হাজার শ্রমিক পাঠানোর নামে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশলারের পক্ষ থেকে প্রতি শ্রমিকের কাছ থেকে নগদ দেড় লাখ টাকা করে নেয়া হচ্ছে।

সরকার নির্ধারিত টাকার বাইরে সিন্ডিকেট করে এ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছেন একাধিক ব্যক্তি। এবং ৫৯ টি রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকদের সাথে যোগাযোগ করলে সবাই উল্লেখ-

করেন যে তাদেরকে প্রতি মাসে ক্যাথারসিসের রুহুল আমিন স্বপনকে ৯০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা প্রদান করতে হয়, টাকা সঠিক সময়ের মধ্যে পরিশোধ না হলে তাদের মালেশিয়ায় কর্মী পাঠানোর সব ধারণের কার্যক্রক বন্ধ করে রাখা হয়। ক্যাথারসিসের অভ্যন্তরীণ একটি নির্ভরযোগ্য

রুহুল আমিন স্বপন

একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে আরো বলেন, মালয়েশিয়াতে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল সরকারি নিয়ম কানুনের কোনো তোয়াক্কাই করে না। এখানে রুহুল আমিন স্বপনের কথাই শেষ কথা। তিনি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের ম্যানেজ করেই এ ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে, ক্যাথারসিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলায় ইউনিক গ্রুপের নূর আলীর ৩১ টি লাইসেন্সর সব ধরণের কার্যক্রম স্থগিত করা রাখা হয়েছে। ফলে একচছত্রভাবে মালয়েশিয়াতে জনশক্তি রপ্তানির কাজটি নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন ক্যাথারসিসের রুহুল আমিন স্বপন।

উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট করার অভিযোগে 'ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের' স্বত্বাধিকারী ও কথিত ৫৯ সিন্ডিকেটের হোতা রুহুল আমিন স্বপনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করেছিল বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি)। বিসিসির সিনিয়র সহকারী সচিব মিনারা নাজমীনের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির সামনে ক্যাথারসিসের প্রতিনিধি দল উপস্থিত হলেও হাজির হননি রুহুল আমিন স্বপন। তদন্ত প্রতিবেদনও আটকে রেখেছেন ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে।

এমনকি, মালয়েশিয়াতে লোক পাঠানোর নাম করে অর্থ আত্নসাতের অভিযোগও রয়েছে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালে স্বত্বাধিকারী রুহুল আমিন স্বপনের বিরুদ্ধে। ৭ জন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে ৩১ লাখ টাকা আত্নসাতের ঘটনায় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) তদন্তও করছে। এসব অভিযোগের বিষয়ে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের মালিক রুহুল আমিন স্বপনকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এমনকি বিষয়বস্তু উল্লেখ করে তার হোয়াটসআপে মেসেজ দিলে তা সিন করেও প্রতিউত্তর করেননি।

প্রথম আলো

অপরাধ

বারবার চক্র, বারবার বন্ধ মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

মালয়েশিয়ায় আগামীকাল থেকে আর কর্মী যাবে না। ২০০৯, ২০১৬ ও ২০১৮ সালেও বন্ধ হয়েছিল দেশটির শ্রমবাজার। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে প্রথম আলো। আজ প্রকাশিত হলো **শেষ পর্ব**।

মহিউদ্দিন

প্রকাশ: ৩১ মে ২০২৪, ১১: ৩১

মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণে নাম এসেছে দেশটির নাগরিক আমিন নূর এবং বাংলাদেশের রুহুল আমিন ওরফে স্বপনের

১৫ বছরে তিন দফায় মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছে। প্রতিবারই শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে চক্র বা সিন্ডিকেট গঠনের বিষয়টি সামনে এসেছে। এরপর চক্রের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষের অভিযোগ ওঠে।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট মন্ত্রী এমপিসহ ১০৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা : বাদীর ১২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে

২৪ হাজার কোটি টাকা লোপাট!

শামসুল ইসলাম

49
Shares

০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২:০৩ এএম | আপডেট: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২:০৩ এএম

চাঞ্চল্যকর মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট চক্রের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই শুরু হয়েছে। সিন্ডিকেট চক্রের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ উঠছে। স্বৈরাচারী হাসিনার আস্থাভাজন সাবেক প্রবাসী মন্ত্রী ইমরান আহমেদ ও সাবেক প্রবাসী সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী করে ১০৩ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে রাজধানীর পল্টন মডেল থাকায়

HEADLINES ambali seeks depositions by 2 Malaysians for hearing Politik wang 'hantui' Umno jika kembali sistem pemilihan lama, kata penganalisis

FMT

Home News Berita Business Lifestyle Opinion World Sports Property Education Carzilla Gallery Videos Accelerator

Bangladesh probes syndicate supplying workers to Malaysia

FMT Reporters - 19 Aug 2024, 02:00 PM

News report says the Bangladeshi Anti-Corruption Commission is probing four former MPs linked to the Awami League government.

58 SHARES 11 3 44 0

Total Views: 5,661

Bangladesh's Anti-Corruption Commission has formed a three-member team to investigate the illegal assets and operations of the four former MPs. (Wikipedia pic)

PETALING JAYA: Bangladesh's anti-graft agency has started an investigation into an alleged syndicate led by ex-MPs of the Awami League government, accused of embezzling 24,000 crore Bangladeshi taka (RM8.9 billion) under the guise of sending workers to Malaysia, says a report.

Dhaka Tribune reported that the syndicate, involving ex-finance minister Mustafa Kamal, retired general Masud Uddin Chowdhury, former MPs Nizam Uddin Hazari and Benazir Ahmed, had sent around 450,000 workers abroad within one and a half years.

However, many of these workers were unable to find jobs and returned empty-handed.

Bangladesh's Anti-Corruption Commission formed a three-member team to investigate the illegal assets and operations of the four ex-MPs.

The report also cited sources as saying that the syndicate operated with the support of senior officials from both the Bangladeshi and Malaysian governments.

It also said that workers were charged far above the government's set cost of 79,000 Bangladeshi taka (about RM2,940), with the average worker paying 544,000 Bangladeshi taka (about RM20,280) to secure a job in Malaysia.

The report said the syndicate allegedly amassed 24,000 crore Bangladeshi taka by overcharging workers, while the Bangladeshi expatriates' welfare and overseas employment ministry took no action, instead facilitating the syndicate's activities.

Malaysia fixed the number of agencies from Bangladesh for recruitment of workers to 25 in 2022 when the labour market reopened after the Covid-19 pandemic. In 2023, it was announced that this number would be increased to 100.

According to Dhaka Tribune, the selected agencies were reportedly linked to Kamal, his family, other former MPs as well as Awami League leaders.

It also said that Hazari's company, Snigdha Overseas Ltd, reportedly sent only 100 workers abroad in the first three and a half years after obtaining its licence. However, the company sent 8,000 workers to Malaysia in just one and a half years after the labour market reopened.

The report added that a firm managed by Chowdhury, Five M International, allegedly sent 8,592 workers after the labour market reopened, a significant increase from the 2,500 workers it sent to the Middle East before that.

Ahmed International, owned by Ahmed, allegedly sent 7,849 workers to Malaysia, up from just 238 workers, before the labour market reopened.

The report claimed that former Baira secretary-general Ruhul Amin Swapan played a key role in the syndicate, reportedly selecting 69 of the 100 agencies involved.

It said his agency, Catharsis International, sent 7,102 workers to Malaysia. The report named other agencies as BM Travels Ltd and Anannya Apurba, both linked to pro-Awami League figures.

Stay current - Follow FMT on WhatsApp, Google news and Telegram

Subscribe to our newsletter and get news delivered to your mailbox.

Email address

SUBSCRIBE

Most Viewed Last 2 Days

UN agencies concerned over Bangladeshi workers stranded in Malaysia

Jason Thomas - 04 May 2024, 10:39 AM

The International Organization for Migration, the International Labour Organization, and the United Nations Office on Drugs and Crime say they are ready to support meeting their immediate needs.

28 SHARES 6 3 19 0

Total Views: **4,154**

The three international agencies say they are ready to support the government with reviewing its labour migration system, after reports of Bangladeshi workers stranded in the country. (Andy Hall pic)

PETALING JAYA: Three international organisations have expressed concern over the plight of Bangladeshis duped into coming to Malaysia for non-existent jobs.

The International Organization for Migration, the International Labour Organization, and the United Nations Office on Drugs and Crime say they are ready to support meeting the immediate needs of those stranded.

This includes enhancing their access to justice and basic services, as well as longer term efforts to find rights-based and sustainable solutions to the situation, they said in a joint statement.

"The three agencies stand ready to support the government of Malaysia with reviewing the current labour migration system, drawing on international standards and good practices, and supporting constructive policy dialogue to develop a transparent and efficient labour migration process," the statement said.

It said Bangladeshi migrant workers currently make up the largest number of migrant workers in Malaysia.

Since the second quarter of 2023, there has been an increasing number of reports of workers who were not provided jobs upon arrival in the country, the agencies said.

"Instead, there have been reports of employers and related recruitment agents placing them in often very crowded hostels, apartments, or even warehouses, with unsanitary facilities, minimal access to food, limited communications with the outside world, and limited healthcare (or lack thereof), while confiscating their passports and other documentation," the statement added.

In April, a group of UN experts called on Malaysia to do more to protect Bangladeshi migrant workers from exploitation over non-existent jobs.

The UN Human Rights Council-appointed experts said they were dismayed at reports about Bangladeshi migrants who travelled to Malaysia after being promised employment, only to find out they had been duped.

Last October, migrant rights activist Andy Hall referred Malaysia's poor response to the plight of these Bangladeshi workers to the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, a body under the UN Human Rights Council in Geneva.

Stay current - Follow FMT on WhatsApp, Google news and Telegram

FMT

Subscribe to our newsletter and get news delivered to your mailbox.

Email address

SUBSCRIBE

Malaysia: Bangladeshi workers must be protected from exploitation and criminalisation, say UN experts

19 April 2024

Share

GENEVA (19 April 2024) – UN experts* today expressed dismay about the situation of Bangladeshi migrants in Malaysia, who had travelled there in the hope of employment after engaging in the official labour migration process.

“The situation of Bangladeshi migrants who have lived in Malaysia for several months or longer is unsustainable and undignified,” the experts said. “Malaysia needs to take urgent measures to address the dire humanitarian situation of migrants and protect them from exploitation, criminalisation and other human rights abuses.”

They noted that many migrants find on arrival in Malaysia that they do not have employment as promised and are often forced into overstaying their visas. Consequently, these migrants risk arrest, detention, ill-treatment and deportation, the experts said.

They expressed concern that large sums of money were being generated through the fraudulent recruitment of migrant workers by criminal networks operating between Malaysia and Bangladesh. Migrants were being deceived, recruited by companies that are frequently fake, and obliged to pay exorbitant recruitment fees which pushes them into debt bondage, the experts said.

“We received reports that certain high-level officials in both Governments are involved in this business or condoning it. This is unacceptable and needs to end,” the experts said. “Perpetrators of these exploitative recruitments must be held accountable,” they said, adding that so far action taken against these private businesses and fraudulent recruitment companies have been wholly insufficient, both in Bangladesh and Malaysia. “Meanwhile, vulnerable migrants have been criminalised and some have faced severe reprisals for reporting the exploitation suffered,” they said.

They urged Malaysia and Bangladesh to investigate and address the situation. “Malaysia must govern labour migration more effectively by adopting adequate safeguards,” the experts said, urging the country to fulfil its obligations under the UN Guiding Principles on Business and

Human Rights to protect migrant workers against human rights abuses by businesses operating in Malaysia and ensure that these businesses respect human rights. Malaysia must also step up efforts to identify, protect and assist victims of exploitation, enforce existing legal protections against trafficking in persons and uphold the country's international human rights obligations, they said.

The experts have previously engaged with the Governments of Malaysia and Bangladesh on these issues.

***The experts**: **Tomoya Obokata, Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences**; **Siobhán Mullally, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children; Gehad Madi, Special Rapporteur on the human rights of migrants** and **Robert McCorquodale (Chair-Rapporteur), Fernanda Hopenhaym (Vice-Chair), Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Elzbieta Karska, Working Group on business and human rights**

Special Rapporteurs, Independent Experts and Working Groups are part of what is known as the **Special Procedures** of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council's independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent of any government or organisation and serve in their individual capacity.

For inquiries and media requests, please contact: Satya Jennings (**satya.jennings@un.org**)

For **media inquiries** related to other UN independent experts please contact Dharisha Indraguptha (**dharisha.indraguptha@un.org**)

Follow news related to the UN's independent human rights experts on X: **@UN_SPExperts**.

Tags

Bangladesh Malaysia Business Exploitation Human trafficking

Labour rights Migrant workers Migrants

Related

PRESS RELEASES

Colombia and Panama: Strengthened collaboration key to human rights of migrants and refugees in the region

PRESS RELEASES

Thailand must immediately halt deportation of 48 Uyghurs to China: UN experts

PRESS RELEASES

Liberia must step up action to combat trafficking in persons, says expert

Global Social Channels

Latest

Feature Stories

সম্পূর্ণ নিউজ সময়

বাংলাদেশ

৯ টা ৩ মিনিট, ১ জুন ২০২৪

মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার: চার এমপির রমরমা বাণিজ্য!

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের নিয়ন্ত্রণে জনপ্রতিনিধিসহ গুটিকয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে। বছরের পর বছর সংসদ সদস্যসহ প্রভাবশালীরা প্রতারণা করলেও জড়িতরা থাকছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

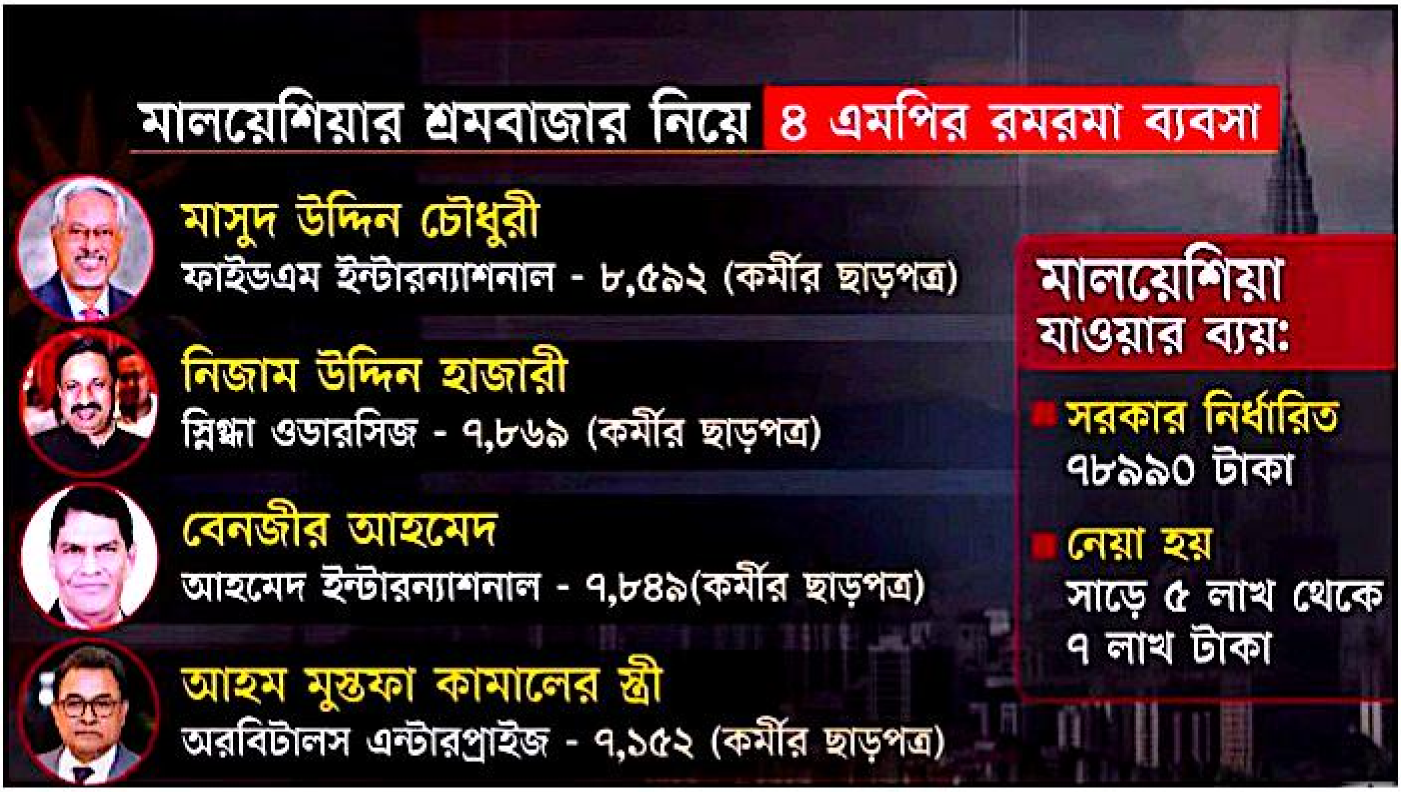

মার্জিয়া মুমু

৩ মিনিটে পড়ুন

সবশেষ তাদের প্রতারণার শিকার ৩০ হাজার কর্মী। যাদের স্বপ্নের সঙ্গে প্রতারণা করে হাতিয়ে নেয়া হলো দেড় হাজার কোটি টাকা। শুক্রবার (৩১ মে) ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও টিকিট পাননি হাজারো যাত্রী।

কালের কণ্ঠ

আবারও সক্রিয় স্বপন-আমিন চক্র

null

মালয়েশিয়ার সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারকে কলংকিত করা দুর্নীতিবাজ, লুটেরা সিন্ডিকেট আবারও সক্রিয়। অন্যায্য ও অন্যায়ভাবে চার লাখ ৯৪ হাজার ১৮০ গরিব কর্মীর কাছ থেকে এই চক্রটি অন্তত ২৫ হাজার কোটি টাকা লুটে নেয়। যার অন্তত সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকাই তারা 'চাঁদার' আড়ালে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর নামে নিজেদের পকেটে পুরেছে। শ্রমবাজারের 'বিষফোঁড়া' রিক্রুটিং মাফিয়া এই চক্রটি এখন সুযোগ বুঝে আবারও দৃশ্যপটে। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারটি যখন খুলে দেওয়ার সময় হয়েছে, তখনই ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী সরকারের 'ক্রিম' খাওয়া রক্তচুষা এই সিন্ডিকেট গ্রামের অসহায়, অভাবি মানুষকে 'রিঙ্গিতের' লোভ দেখানো শুরু করেছে। ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের চোখে 'ধুলো' দিয়ে আবারও মানুষের সহায়সম্বল বিক্রি করে নিঃস্ব করার মিশন নিয়ে সামনে এসেছে এই অতিমুনাফালোভী চক্রটি। বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা বলছেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের ভাবমূর্তি ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া লুটেরা এই রিক্রুটিং সিন্ডিকেটকে সমূলে নির্মূল করতে হবে। গ্রামের গরিব মানুষ যেন স্বল্প খরচে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারে এই উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে এসব তথ্য জানা গেছে।

তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী সরকারের সময়ে গুটিকয় রিক্রুদ্ধটিং এজেন্সির বেপরোয়া দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে গত বছরের ৩১ মে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, সে সময় ওই মাফিয়া সিন্ডিকেটের কারণে ১৭ হাজার ৭৭৭ জন কর্মী মালয়েশিয়া যেতে পারেননি। এই কর্মীদের মালয়েশিয়ায় পাঠানো ও পুনরায় বাজারটি চালুর চেষ্টা করছে ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। কাজটি যখন গুছিয়ে আনা হয়েছে, তখনই বাজারটিকে হাত ছাড়া করার 'দুষ্টচক্র'টি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন তারা নিজেদের এজেন্সি বাদ দিয়ে কৌশলে তাদের 'পুতুল' এজেন্সিকে সামনে রেখে তৎপরতা শুরু করেছে।

বাংলাদেশ

সিন্ডিকেট বন্ধে প্রধান উপদেষ্টার কাছে বায়রার সদস্যদের স্মারকলিপি

অনলাইন ডেস্ক
প্রকাশ: ০৫ মে ২০২৫, ১২:১৭

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া ও তা উন্মুক্ত করে দেয়ার দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে বায়রা। সোমবার সকালে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপিটি জমা দেন বায়রার তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল।

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সংগঠন বায়রার সদ্য সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রিয়াদ উল ইসলাম, সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, সাবেক সহসভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন এই দলের নেতৃত্ব দেন।

স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশে ও মালয়েশিয়ায় যেভাবে সিন্ডিকেট করে লোক পাঠানো হয়েছিল, সেই পুরনো চক্র আবারো সক্রিয় হওয়ার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। গণআন্দোলনে উৎখাত হওয়া আগের সরকারের

প্রথম আলো

বাংলাদেশ

প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সব বৈধ এজেন্সির জন্য উন্মুক্ত করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

প্রকাশ: ০৫ মে ২০২৫, ১৬: ৪৪

বায়রার সদস্যরা সিন্ডিকেট ঠেকাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বরাবর স্মারকলিপি দেন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সামনের সড়কে মানববন্ধন করেন। ঢাকা, ৫ মে। *ছবি: আয়োজকদের সৌজন্যে*

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে নতুন করে আর কোনো সিন্ডিকেট বা চক্র চান না রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বায়রার সদস্যরা। তাঁরা বলছেন, এ শ্রমবাজার কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়; বরং সব বৈধ এজেন্সির জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত করতে হবে। সিন্ডিকেট ঠেকাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন তাঁরা।

আজ সোমবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ওই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এরপর প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সামনের সড়কে মানববন্ধন করেন বায়রার সদস্যরা। এ সময় সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে বিভিন্ন

মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট ভাঙার দাবি, মূল হোতাদের বিচারের আহ্বান

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৯ মার্চ ২০২৬ | ১৬:৩৩ | আপডেট: ২৯ মার্চ ২০২৬ | ১৮:৩৬

- অ +

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট ভেঙে তা সকল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে বায়রা সিন্ডিকেটবিরোধী ঐক্য ফ্রন্ট। একই সঙ্গে সিন্ডিকেট চক্রের মূল হোতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয়েছে।

আজ রোববার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে এ দাবি জানানো হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন বায়রার সমন্বয়ক এম এ সালাম, সিনিয়র সদস্য কাজী শাখাওয়াত হোসেন লিন্টু, সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মফিজ উদ্দীন, আকবার হোসেন মঞ্জু, মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা অভিযোগ করেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে এক নজিরবিহীন অরাজকতা ও দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম হয়। একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট চক্র বাজারটি নিয়ন্ত্রণ করে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় এবং সাধারণ কর্মীদের নিঃস্ব করে। এতে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো ব্যবসায়িকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা বলেন, এই সিন্ডিকেটের হোতা লেফটেন্যান্ট জেনারেল ((অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার হওয়ায় বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হলেও কেবল একজনকে গ্রেপ্তার করলেই হবে না, সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত নিজাম হাজারী, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী লোটাস কামাল, কালা ফিরোজ, মনসুর কালাম ও কাজী মফিজসহ সংশ্লিষ্টদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তারা। এছাড়া বায়রার সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন স্বপন ও দাতো আমিনের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণকারী অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যেন উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজার নিশ্চিত করা হয়। সকল লাইসেন্সধারী বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য বাজার খুলে দেওয়ার দাবি জানান তারা।

বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে শ্রমবাজার সিন্ডিকেটমুক্ত করা এবং জড়িতদের বিচার নিশ্চিত না করা হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

অনেকেই এখনো ধরাছোয়ার বাইরে। দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।"

মানববন্ধনে বায়রার সদস্য মাহবুবুল করিম সিদ্দিকী জাফর, সিনিয়র সদস্য এনামুল হকসহ আলতাব হোসেন, হক জহিরুল জুঁই, আজাদুর রহমান, কামাল উদ্দিন, আব্দুর রউফ, ফরিদ আহমেদ ও সাইদুল ইসলাম শুভ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয় : মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সিন্ডিকেট

আরও পড়ুন

জুলাই-আগস্টে হামের টিকা পাবে ২ কোটি শিশু

আপডেট ৩০ মার্চ ২০২৬ | ১০:২৪

বাণিজ্যের আড়ালে বছরে পাচার ৮৩ হাজার কোটি টাকা

আপডেট ৩০ মার্চ ২০২৬ | ০৭:৪৬

প্রকাশ: ৩০ মার্চ, ২০২৬ ০০:০০

জেনারেল মাসুদসহ শ্রমবাজার সিন্ডিকেটের বিচার দাবি

- ‘মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে দীর্ঘদিন ধরে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট সক্রিয়। এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে মাসুদউদ্দিন চৌধুরী, নিজাম হাজারী, বেনজীর আহমেদ, লোটাস কামাল, দাতো আমিন এবং তাঁদের আশীর্বাদপুষ্ট রুহুল আমিন স্বপন জড়িত’

নিজস্ব প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সিন্ডিকেটের হোতাদের বিচার এবং সিন্ডিকেট ছাড়া দেশটির শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার দাবিতে মানববন্ধন করেন সিন্ডিকেটবিরোধী বায়রার সাধারণ সদস্যরা। গতকাল রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। ছবি : কালের কণ্ঠ

মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন বায়রার সাধারণ সদস্যরা। তাঁরা আওয়ামী লীগের সাবেক

সংসদ সদস্য ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদউদ্দিন চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া ও দ্রুত মালয়েশিয়া শ্রমবাজার সিন্ডিকেটমুক্ত করে উন্মুক্ত করার **আহবান** জানান।

গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'সিন্ডিকেটবিরোধী বায়রার সাধারণ সদস্যবৃন্দ' ও 'বায়রা সিন্ডিকেটবিরোধী ঐক্য ফ্রন্ট'-এর ব্যানারে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এসব দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে দীর্ঘদিন ধরে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে।

এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে মাসুদউদ্দিন চৌধুরী, নিজাম হাজারী, বেনজীর আহমেদ, লোটাস কামাল, দাতো আমিন এবং তাঁদের আশীর্বাদপুষ্ট হিসেবে পরিচিত রুহুল আমিন স্বপন জড়িত।

তাঁরা বলেন, এই চক্র দীর্ঘদিন ধরে শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ করে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। শ্রমিকদের কষ্টার্জিত অর্থ লুট করে অনেকে অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন। এসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সিন্ডিকেটের কারণে তাঁদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছরে এই চক্র ২২ থেকে ২৪ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে।

সিন্ডিকেটের প্রভাবেই বর্তমানে বিমান টিকিটের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে অভিযোগ করে তাঁরা আরো বলেন, একটি টিকিটের মূল্য ৭০ থেকে

03/30/2026

the financetoday
Your financial intelligence

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সিন্ডিকেটের হোতাদের বিচারের দাবিতে প্রেসক্লাবে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক | Published: 2026-03-29 15:33:51

মালয়েশিয়া শ্রমবাজার কুক্ষিগত রেখে ধ্বংস করার মূল হোতা ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য লে. জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিনসহ তার সহযোগীদের বিচার করে শ্রমবাজার মুক্ত করার দাবিতে করেছে বায়রা সিন্ডিকেট বিরোধী ঐক্যফ্রন্ট।

আজ রোববার (২৯ মার্চ) সকাল ১০ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে এই দাবি তোলা হয়।

এসময় অভিযোগ করা হয়, মাসুদ উদ্দিনসহ এক-এগারোর অন্যতম কুশীলব। তার নেতৃত্বই শেখ হাসিনা সরকারের আমলে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে অবৈধ সিন্ডিকেট করে হাজার-হাজার কোটি টাকা লুট ও বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এতে সর্বশান্ত হয়েছে অসখ্য যুবক ও তাদের পরিবার।

বায়রার সাবেক যুগ্ম মাহসচিব এম এ সালাম বলেন, সিন্ডিকেটে মূল হোতা লে. জেনারেল মাসুদ উদ্দিন সম্প্রতি গ্রেফতার হলেও এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে মাসুদের আশীর্বাদপুষ্ঠ সিন্ডিকেটের অনেক রাঘববোয়াল। দ্রুত তাদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

উত্থাপিত দাবিসমূহ

সাবেক ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে মালয়েশিয়া শ্রম বাজারে অনিয়ম দুর্নীতি ও অরাজকতার মাধ্যমে যে সিন্ডিকেট চক্র তৈরি হয়েছিল সেই সিন্ডিকেট চক্রের অন্যতম হোতা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার হওয়ায় সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়। সেই সাথে সিন্ডিকেটের অন্যান্য হোতা যেমন নিজাম হাজারী, বেনজির আহমেদ, লোটাস কামাল, কালা ফিরোজ, মনসুর কালাম, কাজী মফিজ এবং তাদের আশীর্বাদ পুষ্ট বায়রার সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন স্বপন, দাতো আমিন সহ সকল সিন্ডিকেট হোতাদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করা হয়।

সেই সাথে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের মতো আর কোন প্রকার সিন্ডিকেটকে প্রশ্রয় না দিয়ে, মালয়েশিয়াতে শ্রমিক প্রেরণকারী অন্যান্য ১৪ টি দেশের মতো বাংলাদেশের সকল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি যেন কর্মী পাঠাতে পারে সেই বিষয়ে মানববন্ধন থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি আকুল আবেদন জানানো হয়।

উক্ত মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ও বাগেরহাট জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান সমন্বয়ক এম এ সালাম, বায়রার সাবেক যুগ্ন মহাসচিব ত্রয়ী মফিজ উদ্দীন, আকবার হোসেন মঞ্জু ও মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বায়রার সিনিয়র সদস্য কাজী শাখাওয়াত হোসেন লিন্টু, মাহবুবুল করিম সিদ্দিকী জাফর, এনামুল হক, আলতাব হোসেন, হক জহিরুল জুঁই, আজাদুর রহমান, কামাল উদ্দিন, আব্দুর রউফ,ফরিদ আহমেদ, সাইদুল ইসলাম শুভসহ বায়রার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ সদস্যগণ।